যুগান্তর

তারিখ 28 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৬

সালাহ উদ্দিন আহমেদ আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজ

১৫ বছর ধরে এমপিওভুক্তির আশায় শিক্ষকরা

দনিয়া প্রতিনিধি

এমপিওভুক্ত হবে আশায় জীবন থেকে ১৫ বছর পার করে দিলেন যাত্রাবাড়ীর ঐতিহ্যবাহী সালাহ উদ্দিন আহমেদ আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকরা। সংসার পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করেও এমপিওভুক্তির হাল ছাড়েননি তারা। তাদের বক্তব্য জীবন থেকে অতি মূল্যবান সময় চলে গেছে, এখন আমরা আর কোথায় যাব, বাকি জীবনও কাটাতে হবে এ বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করেই। কর্তৃপক্ষের সুনজর আসবেই।

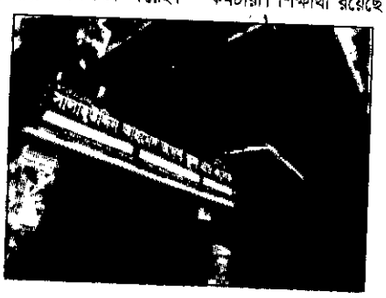

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যাত্রাবাড়ী থানার মোমেনবাগ, পাড়ডগার এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা জরুরি মনে করে তৎকালীন সংসদ সদস্য আলহাজ সালাউদ্দিন আহমেদ এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ২০০২ সালে তার নিজ নামে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। বিদ্যালয়টিতে প্রথমে শিশু শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, পরে ২০০৮ সাল থেকে নবম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৪ সাল থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম শুরু হয়।

শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মেধাভিত্তিক কলাকৌশল দিয়ে পাঠদান করাচ্ছেন। এতে পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় প্রতি বছর কৃতিত্বের সঙ্গে ফলাফল অর্জন করছে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। ধাপে ধাপে অবহেলিত এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এলাকার মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষ ঘরের কাছেই কম খরচে এ বিদ্যাপীঠে সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলছে। শিক্ষক কর্মচারীরা আক্ষেপ করে বলেন, এ প্রতিষ্ঠানটি ভালো ফলাফল করার পরও কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি নজর দেয়নি। তারা আরও বলেন, এমপিওভুক্ত হবে আশায় ১৫ বছর ছেলে-মেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছি।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৬ সালে পিইসি পরীক্ষায় ৯৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শতভাগ পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৩ জন। জেএসসি পরীক্ষায় ১৫৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শতভাগ পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২৯ জন। বৃত্তি পেয়েছে ২০ জন। ২০১৭ সালে এসএসসিতে ২০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শতভাগ পাস করেছে, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৭ জন। ২০১৭ সালে এইচএসসিতে ৪৭ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে। যাত্রাবাড়ী থানায় এইচএসসির ফলাফলে প্রথম স্থান অর্জন করে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি।

এ বিদ্যালয়ে রয়েছে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ৪৬ জন শিক্ষক ও ১২ জন কর্মচারী। শিক্ষার্থী রয়েছে প্রাথমিকে ৪০০, মাধ্যমিকে এক হাজার, একাদশ ও দ্বাদশে রয়েছে ১৫০ জন শিক্ষার্থী। কলেজ আর স্কুল মিলে একটি টিনশেড দ্বিতীয়তলা, একটি পঞ্চমতলা ভবন। এতে কক্ষ রয়েছে ২৭টি। মালটিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট কানেকশন সবই স্থাপন করা হয়েছে এ বিদ্যাপীঠে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষের সংকট রয়েছে। এ ছাড়াও বিদ্যালয় ভবন ঘেঁষে রয়েছে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ লাইন। এতে শিক্ষার্থীরা ভয় আর আতঙ্কের মধ্যে শ্রেণী কক্ষে পাঠদান নিচ্ছে।

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মো. আমিরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, ২০০২ সাল থেকে আমি এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে আসছি। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি একজন সাবেক সফল প্রধান শিক্ষক। সবার সহযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে এ বিদ্যাপীঠ। তিনি আরও বলেন, কর্তৃপক্ষ একটু সুনজর দিলে এ প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হবে।

কলেজ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছালাম উল্যাহ খান বলেন, আমি আট বছর যাবৎ এ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। আমি নিজেও একজন প্রধান শিক্ষক ছিলাম। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষকরা সামান্য বেতনে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হলে শিক্ষার্থীদের বেতনও কমে যাবে। এতে দরিদ্র এলাকার বাসিন্দারা আরও কম খরচে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

ব্যানবেইস
ভাইস চ্যান্সেলরের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এ.ও বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর